OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 09
Website: https://tirj.org.in, Page No. 73 - 80
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 73 - 80
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

শ্রীরাধা : ‘গোপালচম্পূ’ ও পরবর্তী বাংলা বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য

ড. রাকা মাইতি
বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ
বাজুকল মিলনী মহাবিদ্যালয়, বাজুকল
Email ID : rmaitibengali@bajkulcollege.org

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Six Goswami, Vaishnavism, Love of Radhaand Krishna, Vrindavana, Social impact.

Abstract
Srijiva Goswami was one of the sixteen Goswamis of Vrindavan. He was the son of Srirupa and SrisanatanaGoswami. He did not see Lord Chaitanya with his own eyes and was also deprived of the divine presence of Lord Chaitanya. Nevertheless, the role of the learned Jiva Goswamigives a solid philosophical foundation to Premadharma introduced by Mahaprabhu is in no way insignificant. Along with this, SrijivaGoswami recovered the lost glory of Vrindavanbhoomithrough multifaceted actions. Just like Srirupa, Srisanatana gave a strong philosophical foundation to the Premadharmaof Mahaprabhu, the newer Gaudiya Vaishnava philosophy also endeavoured to give a permanence to the foundation of that religion. No doubt he was successful in this action. His books are Gopalchampu, Shat Sandarbha, Madhava Mahotsava etc. ItexploresGopalachampuand the novelty of the character of Sriradha in the poem andits influence of the same in later Padavali literature. The date of composition ofthis poem is 1588 AD. The theme of the epic poemGopalachampu is the Krishna Lila, as depicted in the tenth skandha of theSrimadBhagavatam.The value of this book is that it is in the form of a philosophy bookas well asSaraskavya. According to GaudiyaVaishnava philosophy, this text proudly asserts the superiority of Krishna, and Vrindavanlila, and the recognition of the superiority of Sri Radha's character over Krishna. Not only this, SrijeevSriradha has introduced two fundamental approachestoexploring Sri Radha's character. Firstly, Sri Radha's social position, and secondly, Krishna's marriage to Sri Radha. From the perspective of these twobasic views, we will try to analyze the mixed spark of Tattva and Rasa by reviewing the role ofheroine Sriradha in the entire Gopalchampu poem.

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 09
Website: https://tirj.org.in, Page No. 73 - 80
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Discussion

বৃন্দাবনের ষড় গোস্বামীবৃন্দের মধ্যে অন্যতম ছিলেন শ্রীজীব গোস্বামী। তিনি ছিলেন শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন গোস্বামীর ভ্রাতুষ্পুত্র। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবকে তিনি স্বচক্ষে চাক্ষুষ করেননি ও চৈতন্যদেবের দিব্য সান্নিধ্য থেকেও তিনি বঞ্চিত ছিলেন। তথাপিও মহাপ্রভু প্রবর্তিত প্রেমধর্মকে সুদৃঢ় দার্শনিক ভিত্তি দানে পণ্ডিতপ্রবর জীব গোস্বামীর ভূমিকা কোন অংশে তুচ্ছ নয়। এই সঙ্গে শ্রীজীব গোস্বামী বৃন্দাবনভূমির লুপ্ত মহিমা উদ্ধার করেছিলেন নানামুখী কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে। শ্রীরূপ, শ্রীসনাতনের মতো-ই মহাপ্রভুর প্রেম ধর্মের আদর্শকে তিনি যেমন সুদৃঢ় দার্শনিক ভিত্তি দান করেছিলেন, তেমনি নবতর গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন সমন্বিত বিভিন্ন গ্রন্থ প্রণয়ন করে সেই ধর্মের ভিত্তিকে একটি স্থায়ী অস্তিত্ব দিতেও তৎপর হয়েছিলেন। সন্দেহ নেই এই কর্মে তিনি সর্বতোভাবে সফল হয়েছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলি হল - 'গোপালচম্পূ', 'ষট সন্দর্ভ', 'মাধব মহোৎসব' প্রভৃতি। পণ্ডিত জীব গোস্বামীর বহুমুখী প্রতিভার বিকাশ ঘটেছে এইসব গ্রন্থগুলিতে। আমার আলোচ্য 'গোপালচম্পূ' - কাব্যের শ্রীরাধা চরিত্রের অভিনবত্ব ও পরবর্তী পদাবলী সাহিত্যের শ্রীরাধা চরিত্রে তার প্রভাব। এ কাব্যের রচনাকাল ১৫৮৮ খ্রিঃ।

সুবৃহৎ কাব্য 'গোপালচম্পূ' - এর বিষয়বস্তু হল শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের কৃষ্ণলীলা। 'গোপালচম্পূ' - কাব্যের দু'টি খণ্ড আছে। পূর্ব খণ্ডের ৩৩টি পূরণে কৃষ্ণের বাল্যলীলা ও উত্তর খণ্ডের ৩৭টি পূরণে কৃষ্ণের মথুরা ও দ্বারকালীলা বর্ণিত। মূলত দর্শনগ্রন্থ ও সরসকাব্য রূপে এ গ্রন্থের মূল্য অসামান্য। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন অনুসারে এ গ্রন্থে কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার শ্রেষ্ঠত্বের প্রাধান্য এবং কৃষ্ণ অপেক্ষা শ্রীরাধা চরিত্রের শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি সগর্বে সূচিত হয়েছে। শুধু তাই নয় শ্রীজীব শ্রীরাধা চরিত্র নির্মাণে দুটি মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। প্রথমত, শ্রীরাধার সামাজিক অবস্থান অর্থাৎ রাধা বৃন্দাবনের ধনী ব্যক্তি বৃষভানুর কন্যা, দ্বিতীয়ত শ্রীরাধার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ সম্পাদন অর্থাৎ এ গ্রন্থে রাধা কৃষ্ণের স্বকীয়া নায়িকা, পরকীয়া নয়। এই দুই মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির নিরিখে-ই সমগ্র 'গোপালচম্পূ' কাব্যে নায়িকা শ্রীরাধার ভূমিকা পর্যালোচনার মাধ্যমেই তত্ত্ব ও রসের মিশ্র স্ফুরণ যে ঘটেছে, তা আমরা বিশ্লেষণে প্রয়াসী হবো।

মহাকাব্য 'গোপালচম্পূ' গ্রন্থে শ্রীরাধার জীবন বৃত্তান্ত শ্রীজীব গোস্বামী এক অভিনব ভঙ্গিতে উপস্থাপন করেছেন। মধুকণ্ঠ ও স্নিগ্ধকণ্ঠ নামে দুই সূতকুমার-যাঁরা ছিলেন দেবর্ষি নারদের আশীর্বাদপুষ্ট সর্বজ্ঞ, এই দুই সূতকুমার-ই কৃষ্ণভাবে ভাবিত হয়ে কথকরূপে এই বিশালকায় গ্রন্থের কাহিনি বর্ণনা করেছেন। এই বর্ণনার মাধ্যমে-ই শ্রীরাধা চরিত্রের অভিনবত্ব পরিলক্ষিত। অন্যদিকে, কৃষ্ণ ও রাধা দুজনেই আবেগে বিহ্বল হয়ে সূতকুমারদ্বয় কর্তৃক কাহিনি শ্রবণ করেছেন। মহাকাব্য 'গোপালচম্পূ' গ্রন্থের এই অভিনব কাহিনি নির্মাণ নিঃসন্দেহে শ্রীজীব গোস্বামীকে একক স্বাতন্ত্র্য মহিমায় মহিমান্বিত করেছে। যাইহোক এই অভিনব কাহিনি পরিবেশনের মাধ্যমেই শ্রীজীব গোস্বামী সৃষ্ট শ্রীরাধা চরিত্রের অভিনবত্ব আমরা অবলোকন করব।

'গোপালচম্পূ' গ্রন্থের পূর্বচম্পূর অন্তর্গত প্রথম পূরণে শ্রীরাধার পরোক্ষ উপস্থিতি লক্ষণীয়। এখানে শুধু শ্রীজীব বলেছেন যে - পদ্মপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, বরাহপুরাণ, মৎস্যপুরাণ ও বৃহদ গৌতমীয় তন্ত্রশাস্ত্রের সিদ্ধান্তনুযায়ী শ্রীরাধা-ই গোপিনীবৃন্দের মধ্যে প্রধানা। উল্লেখযোগ্য বিষয় যে রাধাকৃষ্ণের জীবনবৃত্তান্ত অতীতের ঘটনার মতো শ্রীজীব গোস্বামী উপস্থিত করেছেন কথকদ্বয় কর্তৃক। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা স্বয়ং উপস্থিত থেকে সেই মধুর কাহিনি আস্বাদন করেছেন।

পূর্বচম্পূর দ্বিতীয় পূরণে দেখা যায়, শ্রীরাধার মধ্যে বংশীধ্বনি শ্রবণজনিত পূর্বরাগ উদয় হয়েছে। প্রথমেই শ্রীজীব গোস্বামী কৃষ্ণপ্রেমিকা রাধার প্রেমিকাসত্তা উন্মোচনে পূর্বরাগ দশা অঙ্কিত করেছেন। শুধু তাই নয় গ্রন্থের প্রারম্ভেই ব্রজের অন্যান্য নারী অপেক্ষা রাধার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হয়েছে অত্যন্ত সুচারুভাবে। এখানে বলরামজননী রোহিনী বলেছেন যে সর্বগুণান্বিতা রাধাকে যশোদা যেন রন্ধনকার্যে অনুমতি প্রদান করেন, সেইসঙ্গে সকল নারীগণ যেন রাধার অনুগতা হয়, শুধু তাই নয় এই পূরণে দেখা যায় রাধার মধ্যে নারী জাতিসুলভ সঙ্কোচ ও সম্ভ্রমবোধ রাধা চরিত্রকে সাধারণ রমণীর পাশে এনে উপস্থিত করিয়েছে। কৃষ্ণ গোচারণের জন্য বনে গমন করবে, তাই রাধার মধ্যে বিরহজনিত ব্যাকুলতা দেখা দিয়েছে। এই ব্যাকুলতা যদি গুরুজন সম্মুখে প্রকাশিত হয়ে যায়, তাহলে রাধা কি করবেন? এখানেই রাধা সাধারণ নারীর মতোই মনোভাব প্রদর্শন করেছেন। এখানেই দেখা যায়, শয়নগৃহে রাধা কৃষ্ণসংস্পর্শে আসতে লজ্জাশীলা হয়েছেন, পরে অবশ্য

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 09
Website: https://tirj.org.in, Page No. 73 - 80
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

লজ্জাশীলা রাধা কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। এই পূরণে শ্রীজীব গোস্বামী কৃষ্ণপ্রেমিকা রাধার ভূমিকা যেরূপে চিত্রিত করেছেন, তা নিঃসন্দেহে মৌলিকতার গুণে সমৃদ্ধ। কারণ কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলায় যশোদার নির্দেশে রাধার রন্ধনকার্য ও শয়নগৃহে রাধাকৃষ্ণের মিলন-সংঘটন বর্ণনার মাধ্যমেই শ্রীজীব গোস্বামী চৈতন্যপূর্ব, চৈতন্যপরবর্তী সকল পদকর্তার ও বৃন্দাবনের অন্যান্য গোস্বামীবৃন্দ থেকে নিজের অবস্থানকে স্বতন্ত্র মহিমায় চিহ্নিত করে নিয়েছেন।

এরপরে পূর্বচম্পূর চতুর্দশ পূরণের শেষের দিকে কৃষ্ণের মাধ্যমে রাধার পরোক্ষ উপস্থিতি প্রকাশিত, সেই সঙ্গে কৃষ্ণ-প্রেয়সীদের মধ্যে প্রধানা যে রাধা, তা-ও সুস্পষ্টরূপে ঘোষিত—

> "অতএব প্রেয়সীদিগের মধ্যে যে প্রধানা, যাহার নাম রাধিকা, বিম্বের মতো যাহার ওষ্ঠ, সখীগোষ্ঠীর মধ্যে যে উপবেশন করিয়া আছে, এই অত্যন্ত সুনিপুণ রস পরিপাটি প্রথমেই বিস্তার কর।"[১]

পূর্বচম্পূর পঞ্চদশ পূরণের প্রথমেই দেখা যায়, উদ্যানভবনে কৃষ্ণকে প্রত্যক্ষ দর্শন করে রাধার চিত্তে পূর্বরাগের উদয় হয়েছে। এখানেও রাধার পূর্বরাগ দশার সহায়ক পরিবেশ-যমুনার তীর নয়, উদ্যানভবন। শুধু তাই নয়, এখান থেকেই কাহিনি বর্ণনে এক নবতর পদ্ধতি শ্রীজীব গোস্বামী সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ রাধা চরিত্র নির্মাণে শ্রীজীব প্রথমে প্রেমিকাসত্তার উন্মোচন প্রসঙ্গে বৃন্দাবনেশ্বরীরূপ শ্রীরাধার শ্রেষ্ঠত্বকে তাঁর কাব্যে সূচিত করেছেন - যা গৌড়ীয় দর্শনের মূল সূত্র ছিল। তারপর ঘটনা বর্ণনের ক্রমান্বয়ে শ্রীরাধার জীবনবৃত্তান্ত-প্রসঙ্গ অনিবার্যভাবে উত্থাপিত হয়েছে। দুই কথকের (মধুকণ্ঠ ও স্নিগ্ধকণ্ঠ) কাহিনি বর্ণনার মাধ্যমে কাব্যের নায়িকা চরিত্রের প্রকৃত পরিচয়দানে এরূপ কৌশল নিঃসন্দেহে চিত্তাকর্ষক ও অভিনব। আমরা জানতে পারি, বৃন্দাবনে ধনী ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ বৃষভানুর কন্যারূপে শ্রীরাধা কৃষ্ণের জন্মের পরবর্তী বর্ষে 'অনুরাধা' নামক নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করেন। এই নক্ষত্র অনুযায়ী রাধার নামকরণ তদ্রুপ হয়েছিল। এরপরে শ্রীরাধা ধীরে ধীরে কিরূপে কৌমার দশা প্রাপ্ত হলেন, তা সম্পূর্ণরূপে এস্থলে বর্ণিত, সেই সঙ্গে রাধার চিত্তে প্রথম কৃষ্ণপ্রেমের উদ্রেকে অপূর্ব নারীমনস্তত্ত্বও নিপুণরূপে অঙ্কিত —

> "কটাক্ষে স্পষ্টই কৃষ্ণবর্ণ আভা, অধর যুগলের অরুণ বর্ণের গরিমা, কপোল যুগলের মধ্যে নির্মলতা, বক্ষঃস্থলে স্তনোদ্রেকের শোভা।"[২]

কিংবা,

> "অমৃত অপেক্ষাও অত্যন্ত আস্বাদযুক্ত 'কৃষ্ণ' এই শব্দ, এই বংশী বাদ্য, কর্ণ পথে প্রবেশ করিলে আমার মনে সহসা পরিচিতের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছেন। কিন্তু যদি তাহাকে না পাওয়া যায়, অচিরাৎ সহসা প্রাণবর্গ বহির্গত হইবে।"[৩]

এখানে স্পষ্টতই প্রকাশিত যৌবন উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে রাধার দেহঅন্তর কৃষ্ণময় হয়ে উঠেছে। বাল্যাবস্থায় রাধা কৃষ্ণকে দর্শন করলেও অনুরূপ ভাবাবস্থা প্রাপ্তা হননি। এরূপ বিজ্ঞানমনস্কতা ও বাস্তবমনস্কতা থেকেই শ্রীরাধা চরিত্র নির্মিত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য এখানে শ্রীরাধা চরিত্রের সামাজিক ভিত্তি হল তিনি ধনী গৃহের কন্যা, কোন দরিদ্র গোপকন্যা নন - যেখানে চণ্ডীদাসের রাধা গ্রামের অশিক্ষিতা দরিদ্র গোপবধূ। এখানেই শ্রীজীব গোস্বামী সৃষ্ট শ্রীরাধা চরিত্রের সামাজিক ভিত্তি অভিনবত্ব গুণে সমৃদ্ধ। এরপরে দেখা যায়, রাধা বিবাহযোগ্যা হলে গুরুজনবর্গ যখন কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য ব্যক্তিতে পাত্রস্থ করবেন চিন্তা করেন, তখন রাধা প্রাণত্যাগ করবেন স্থির করলেন। এই সঙ্গে অন্যান্য গোপিনীবৃন্দও তা স্থির করলেন। কিন্তু এক দৈববাণী তাঁদের সকলকে প্রাণত্যাগ থেকে বিরত করে।

ষোড়শ পূরণে শ্রীরাধা অনুপস্থিত। সপ্তদশ পূরণে দেখা যায়, প্রেমিকা শ্রীরাধার কৃষ্ণপ্রেমপূর্ণ বিবিধ ভাবাবেশ। তবুও পৌর্ণমাসীর আদেশক্রমে রাধাসহ ব্রজাঙ্গনাগণ কৃষ্ণ ব্যতিরেকে অন্য পুরুষকে বিবাহ করে বিবাহিত জীবন গ্রহণ করেছেন। এই পরিস্থিতিতে কৃষ্ণপ্রেমিকা রাধা তীব্র অন্তর্দাহে জর্জরিতা হয়েছেন। এরপর কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার প্রতিটি অংশে শ্রীরাধার প্রেমব্যাকুলতা অপূর্বরূপে প্রকাশিত - যা কৃষ্ণের লীলাকেন্দ্রিক অন্যান্য ভুমিকাকেও যেন নিষ্প্রভ করে দিয়েছে। যেমন- গোবর্দ্ধন পর্বত ধারণকালীন (অষ্টাদশ পূরণ) কৃষ্ণের বিলম্বের জন্য শ্রীরাধার অসীম প্রেমব্যাকুলতা, বিংশ পূরণে কৃষ্ণের বরুণলোকে গমন নন্দরাজকে আনয়নের জন্য তখন রাধার শরীর শ্বশুরগৃহে অবস্থানকরলেও চিত্ত পরম উৎকণ্ঠার সঙ্গে ধাবিত হয়েছিল কৃষ্ণের প্রতি। একবিংশ পূরণে কৃষ্ণের বস্ত্রহরণ লীলাতেও বাহ্যজ্ঞানশুন্যা রাধার জ্ঞান

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 09
Website: https://tirj.org.in, Page No. 73 - 80
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

আনয়নে সচেষ্ট হলেন পৌর্ণমাসী ও মধুমঙ্গল, অবশেষে কৃষ্ণকে লাভ করে শ্রীরাধা শান্ত হলেন, এস্থলে শ্রীরাধার কঠোর মান ভঞ্জন করেছিলেন কৃষ্ণ। তাই কৃষ্ণ চলে গেলে রাধার বিরহব্যাথা পূর্ববৎ থেকে গেল। ত্রয়োবিংশ পূরণে সংঘটিত কৃষ্ণের রাসলীলায় অন্যান্য ব্রজাঙ্গনাগণ সক্রিয়রূপে অংশগ্রহণ করেছেন। কিন্তু রাধা এখানে প্রত্যক্ষরূপে অনুপস্থিত। এখানেও শ্রীজীব অভিনবত্ব দেখিয়েছেন। রাসলীলায় শ্রীরাধা প্রত্যক্ষরূপে অংশগ্রহণ না করেও বিরহব্যাথায় ব্যথিতা রাধিকাকে দর্শন করে কৃষ্ণ ব্যথিত। প্রকৃতপক্ষে এখানে রাধচরিত্রের উৎকর্ষ প্রকাশের জন্যই কৃষ্ণ অন্যান্য ব্রজাঙ্গনাবর্গের সঙ্গে রাসলীলায় নিযুক্ত হয়েছেন। তাই চতুর্বিংশ পূরণে দেখা যায়, কৃষ্ণ রাধিকাকে নিয়ে লুক্কায়িত হয়েছেন —

> "সুতরাং সকল গোপীর সর্বনাশ করিবার নিমিত্ত নিখিল গুণাধিক্য রাধিকাকে লইয়াই আমি অন্তর্হিত হইয়া অবস্থান করিব।"[৪]

এখানেই শ্রীরাধার মুখ্য ভূমিকা পরিস্ফুট। এখানেও কৃষ্ণ ও রাধা পরস্পর পরস্পরের প্রতি মান প্রকাশ করেছেন।

সপ্তবিংশ পূরণে যমুনায় জলকেলিলীলা বর্ণিত আছে। এখানেও রাধা কৃষ্ণকে পরাজিত করেছেন, কৃষ্ণ রাধার অনুগামী হয়েছেন।

ঊনবিংশ পূরণে কৃষ্ণপ্রেমিকা রাধা প্রেমের ক্ষেত্রে মানিনী থেকে অভিসারিকাতে উত্তরণ করেছেন। এখানেও রাধা কৃষ্ণের সঙ্গে চন্দ্রাবলীর সম্পর্ক নিয়ে পুনরায় মান প্রকাশ করেছেন। শুধু তাই নয় মানসিকভাবে বিপর্যস্তা রাধা যখন নিজের চিত্তকে আশ্বস্ত করেছেন, তখন সখীগণ কর্তৃক কৃষ্ণনিন্দায় তিনি বাধা দিয়েছেন। অথচ নির্জনে একাকী রাধা অনুশোচনায় দগ্ধা হয়েছেন, এখানেই রাধা কলহান্তরিতা নায়িকা হয়েছেন। এই পূরণে রাধার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হল - তিনি সখীকে প্রেরণ করেছিলেন কৃষ্ণের বংশী হরণের নিমিত্তে, কিন্তু সখী বংশী হরণ করতে পারেনি। শ্রীরাধা যখন কৃষ্ণপ্রেমের বিবিধ স্তর অতিক্রম করছেন, তখন তাঁর সামনে আরো কঠিন বাধা উপস্থিত হল। পরিবারের-সমাজের রক্তচক্ষু, নিন্দার বাধার জন্য রাধা গৃহ মধ্যে বন্দী হলেন। এই কঠিন সময়ের মধ্যেই রাত্রিকালে কৃষ্ণ বিবিধ বেশ ধারণ করে রাধার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। প্রেমের ক্ষেত্রে এরূপ অভিনব পন্থা অবলম্বন চৈতন্য পূর্ববর্তী যুগে রাধাকৃষ্ণের প্রেমে বিরলদৃষ্ট ছিল।

ত্রিংশ পূরণে বর্ণিত হোরিকাযুদ্ধেও কৃষ্ণ অপেক্ষা রাধার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

একত্রিংশ পুরণেও রাধিকার উৎকর্ষ স্থাপিত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে কৃষ্ণ কর্তৃক অরিষ্টাসুর বধ, কৃষ্ণ কর্তৃক শ্যামকুণ্ড সৃষ্টি, এসব কর্মসম্পাদনের মধ্যেও শ্রীরাধার শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষিত হয়েছে —

> "যেরূপ রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া, সেইরূপ কুণ্ডও রাধিকার প্রিয়। সকল গোপীগণের মধ্যে সেই একমাত্র রাধিকাই শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রেয়সী ছিলেন।"[৫]

দ্বাত্রিংশ পুরণে রাধা অনুপস্থিত। ত্রয়স্ত্রিংশ পূরণে শ্রীরাধা পরোক্ষভাবে উপস্থিত হয়েও তাঁরই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত —

> "এই বৃন্দাবন সরোবরের তুল্য। ইহাতে ললিতা, চন্দ্রাবলী প্রভৃতি ব্রজলক্ষ্মীগণ যেন বিকশিত পদ্মপংক্তির তুল্য, ইহাদের মধ্যে একমাত্র রাধিকাই সকলের শ্রেষ্ঠ।"[৬]

কাজেই দেখা যাচ্ছে, 'গোপালচম্পূ' গ্রন্থের পূর্বচম্পূর পূরণগুলি অবলম্বনে শ্রীরাধার ভূমিকা কৃষ্ণের মতো অতটা সক্রিয় না হলেও গোস্বামীপ্রবর শ্রীজীব কিন্তু সুকৌশলে শ্রীরাধা চরিত্রের শ্রেষ্ঠত্বের মহিমাকে পুন পুন অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। শুধু তাই নয়, রাধার মানবী তথা প্রেমিকাসত্তা বিকাশের স্তরগুলি অঙ্কনের মাধমেই রসের স্ফূরণ ঘটেছে। ফলে তত্ত্ব ও রস যুগপৎ প্রকাশিত হল।

পরবর্তী উত্তরচম্পূর প্রথম পূরণে শ্রীরাধার পরোক্ষ উপস্থিতি বর্ণিত। তবে পূরণ শেষে দেখা যায়, রাধা কৃষ্ণের সঙ্গে শয়নগৃহে প্রত্যক্ষরূপে উপস্থিত ছিলেন।

দ্বিতীয় পূরণে দেখা যায়, রাধা প্রত্যক্ষরূপে উপস্থিত থেকে কথক কর্তৃক পূর্বের বিরহবৃত্তান্ত শ্রবণ করেই অস্থির হয়ে উঠেছেন। পরে অবশ্য অতীতের ঘটে যাওয়া ঘটনা বলে শ্রীরাধা নিজেকে সংবরণ করে শান্ত হয়েছেন। তৃতীয় পূরণে দেখা যায় কৃষ্ণপ্রেমিকা রাধা বিরহবার্তা উপশম করার এক অভিনব প্রক্রিয়া উদ্ভাবন ঘটিয়েছেন —

> "তৎকালে প্রবল সুশীতল নয়ন পতিত জলবিন্দু দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পাদারবিন্দ যুগলকে মস্তকদ্বারা সেবা করিয়া বহুক্ষণ অভিষিক্ত করিলেন।"[৭]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 09
Website: https://tirj.org.in, Page No. 73 - 80
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

পরবর্তী চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, নবম পূরণগুলিতে দেখা যায় মথুরা যাত্রার পূর্বে কৃষ্ণকে কেন্দ্র করে বিরহিনী শ্রীরাধার বিবিধ ভাববিকার পরিলক্ষিত। এই বৃত্তান্ত যদিও অতীতের, তবুও কথকদ্বয় কর্তৃক তা শ্রবণ করেই শ্রীরাধা বার বার অতীত ও বর্তমানের পরিস্থিতি বিস্মৃতা হয়ে ব্যাকুলা হয়ে পড়েছেন। এখানে স্পষ্টতই রাধার এই দিব্য ভাব তুলনীয় মহাপ্রভুর দিব্য উন্মাদ দশার সঙ্গে।

একাদশ পূরণে দেখা যায়, কৃষ্ণপ্রেমিকা রাধা প্রেমের ক্ষেত্রে কলহান্তরিতা নায়িকা হয়েছেন। তিনি এখানে এক ভ্রমরকে দূতরূপে ভেবে তার প্রতি নানা তিরস্কার বাক্য প্রয়োগ করেছেন —

> "ওরে ধূর্ত মিত্র! কেন তুমি এইস্থানে সরল প্রকৃতির মত স্বচ্ছন্দভাবে আগমন করিতেছ। এক্ষণে দূরে গমন কর। আমি ধূর্তের বন্ধু নয় এবং স্বয়ং আমার ধূর্ততাও ঘটিতে পারে না। এই কারণে সম্যকরূপে ছল অবলম্বন করিও না।"[৮]

এখানে রাধা প্রকৃত-ই দিব্য উন্মাদদশা প্রাপ্তা হয়েছেন।

দ্বাদশ পূরণে দেখা যায়, উদ্ধবকে রাধার উক্তিতে কৃষ্ণের প্রতি শুভচিন্তকমনোভাব প্রতিফলিত —

> "শ্রীকৃষ্ণের কথা যেরূপ তুমি আমাকে সহসা বলিয়াছ, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণকে আমাদিগের রূপ সহসা বলিও না। কারণ আমি বজ্রতুল্য কঠিন, অর্থাৎ ঐরূপ বাক্য শুনিলেও আমার প্রাণ নির্গত হয় নাই। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সর্বদাই নবনীতের মত কোমল। অর্থাৎ আমাদের এইরূপ দুরবস্থা শ্রবণ করিলে শীঘ্রই ক্ষীণ হইয়া পড়িবেন।"[৯]

এরপর কৃষ্ণ মথুরায় চলে গেলেও শ্রীরাধা সর্বদাই কৃষ্ণের জন্য নানা দুশ্চিন্তায় কাতরা হয়েছেন, যা অত্যন্ত বাস্তবসম্মত হয়েছে। ত্রয়োদশ পূরণে এটিই বিবৃত হয়েছে।

চতুর্দশ পূরণে শ্রীরাধার সক্রিয় ভূমিকা অনুপস্থিত। পঞ্চদশ ও অষ্টাদশ পূরণে শ্রীজীব গোস্বামী রাধাকৃষ্ণের প্রেমের ক্ষেত্রে এক মৌলিক বিষয় সংযোজিত করেছেন। এরই মাধ্যমে শ্রীজীব গোস্বামী সৃষ্ট শ্রীরাধা চরিত্র চৈতন্যপূর্ব ও চৈতন্যউত্তর বিবিধ পদকর্তা, বৃন্দাবনের অন্যান্য গোস্বামীবৃন্দ নির্মিত শ্রীরাধা চরিত্র থেকে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন মহিমায় মহিমান্বিত হয়ে আছেন। মৌলিক বিষয়টি হল — কৃষ্ণ মথুরায় অবস্থান করে রাধার সঙ্গে পত্র মাধ্যমে যোগাযোগ রাখতেন। সেই পত্রেরই উত্তর দিয়েছেন রাধা এইভাবে —

> "তুমি কুঞ্জ করিবার জন্য যেসকল মাধবী লতাদিগকে পল্লবিত করিয়া রাখিয়াছ, আমরা তাহাদিগকে সেবা করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম, কিন্তু শীতল জল দ্বারা সেক পাইয়াও আমাদের ত্বদিয় বিরহজনিত উষ্ণ নেত্রজলে পুনর্বার শুষ্ক হইয়া যাইতেছে।"[১০]

রাধিকার এই পত্রের উত্তরেও নিদারুণ বিরহযন্ত্রণা প্রকাশিত। অন্যদিকে দেখা যায়, মথুরায় অবস্থানকালীন কৃষ্ণের জীবনের বিবিধ কর্তব্যকর্মের মধ্যেও কৃষ্ণ যন্ত্রণাদীর্ণ হয়েছেন বৃন্দাবনের মধুর স্মৃতি রোমন্থন করে —

> "আমি এই প্রবাসে যে যে বাহ্যিক বিষয়ের অনুষ্ঠান করিতেছি, তুমি তৎসমুদয়ই বাহ্য বলিয়া বিবেচনা কর। কিন্তু আহা! অন্তরে সেই তোমার সেই আমি পরস্পরেই কেলি করিতেছি।"[১১]

এখানে প্রকাশিত কৃষ্ণের জীবনে রাধাই একমাত্র জীবনওষধি স্বরূপ। তাই বিচিত্র কর্ম কোলাহলের মধ্যেও কৃষ্ণের অন্তরে সর্বক্ষণ রাধার উপস্থিতি লক্ষণীয়। এইখানেই রাধাচরিত্রের সক্রিয়তা গভীরতর অর্থে তাৎপর্যযুক্ত।

পরবর্তী ত্রয়োবিংশ পূরণে দেখা যায়, রাধিকার শ্রেষ্ঠত্ব ভিন্ন মহিমায় পরিবেশিত অর্থাৎ কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণের মহিষীগণই রাধার অপূর্ব অসীম কৃষ্ণপ্রেমের প্রশংসায় মুখর হয়েছেন।

সপ্তবিংশ পূরণে দেখা যায়, কৃষ্ণ পত্রমাধ্যমে রাধাসহ ব্রজাঙ্গনাগণকে ব্রজে ফেরার আশ্বাস প্রদান করেছেন। এখানেই শ্রীজীব মৌলিক কল্পনার পরিচয় দিয়েছেন। এই বিশ্বাসেই শ্রীরাধার কৃষ্ণপ্রেম বিশেষত শ্রীজীব কর্তৃক শ্রীরাধা-চরিত্র এক অভিনব গুণে মণ্ডিত হয়েছে। ত্রিংশ পূরণে দেখা যায়, কৃষ্ণ পুনরায় ব্রজে প্রত্যাগমন করেছেন। এ কথা শ্রবণ করেই শ্রীরাধা নানাবিধ ভাববিকারে আক্রান্তা হয়েছিলেন।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 09
Website: https://tirj.org.in, Page No. 73 - 80
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

পরবর্তী একত্রিংশ থেকে উত্তরচম্পূর পঞ্চত্রিংশ পূরণ পর্যন্ত কৃষ্ণরাধার বিবাহ-আয়োজন, বিবাহ সম্পন্ন প্রভৃতি ঘটনাবলী শ্রীজীব সৃষ্টি করেছেন। এই অভিনব বিষয় সৃষ্টি করে সমগ্র বৈষ্ণব সাহিত্যে তিনি একক স্বাতন্ত্র্য মহিমায় আসীন হয়ে আছেন। একত্রিংশ পূরণে দেখা যায়, কৃষ্ণের সঙ্গে রাধার বিবাহ নিরূপণে পৌর্ণমাসীর পরামর্শ গ্রহণে কৃষ্ণ দ্বিধাগ্রস্ত। পৌর্ণমাসী নানারূপ তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার দ্বারা বিবাহের ব্যাপারে কৃষ্ণের সম্মতি আদায় করলেন। এস্থলে রাধা প্রত্যক্ষরূপে উপস্থিত না থাকলেও তাঁর একটি উজ্জ্বল প্রভাব অবশ্যই আছে। অন্যদিকে রাধার সংশয়ও পৌর্ণমাসী এইভাবে দূর করেছেন —

> "তোমার পিতার নাম বৃষভানু, তোমার মাতার নাম কীর্তিদা। নন্দরাজের পত্নী তোমার শ্বশ্রূ (শাশুড়ী) বিশাখাদি সখীগণের সহিত ললিতা প্রভৃতি তোমার সহচরী। শ্রীকৃষ্ণ যেসকল কাননে বিহার করিতেন, সেই সকল বনশ্রেণী তোমার বাসস্থান। শ্রীকৃষ্ণই তোমার সর্বদা পতি।"[১২]

পরবর্তী ত্রয়োত্রিংশ পূরণে বিবাহে শ্রীরাধার অভিষেক বর্ণিত হয়েছে। এক্ষেত্রে অভিষেকক্রিয়া সম্পাদনের ক্ষেত্রে সমূহ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান বর্ণনার ক্ষেত্রে শ্রীজীব গোস্বামী সামাজিক রীতিনীতিকে যথেষ্টরূপে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তাছাড়া দেখা যায়, এখানে রাধার বার বারই অবিশ্বাসের ছায়ায় অর্থাৎ কৃষ্ণ হয়ত তাঁকে বিবাহ করবেন না, এই মনোভাবের বশবর্তিনী হয়েছেন। তবে পরক্ষণে রাধার সেই ভ্রম দূরীভূত হয়েছে। চতুত্রিংশ পূরণে বর্ণিত হয়েছে বিবাহের জন্য সজ্জিতা শ্রীরাধার নানা অলংকারাদির বর্ণনা। এই অবস্থায় তিনি পুনরায় কৃষ্ণভাবিতা হয়েছেন। পঞ্চত্রিংশ পূরণে বর্ণিত হয়েছে সেই অভিনব বিষয় অর্থাৎ কৃষ্ণ রাধার বিবাহ প্রক্রিয়া। এই পূরণে বিবাহের সমূহ আচার অনুষ্ঠান পালনে শ্রীরাধার সক্রিয় ভূমিকা পরিলক্ষিত। যেমন - বরের আগমন সূচক বাদ্যধ্বনি শ্রবণেই রাধা কম্পিতা হলেন। তৎপরে রাধাকে সপ্ত প্রদক্ষিণ করিয়ে কৃষ্ণের সম্মুখে উপবেশন করানো হল। এরপরে শুভদৃষ্টি, খৈ আহুতি প্রভৃতি সকল মাঙ্গলিক কর্ম রাধার মাধ্যমে সম্পন্ন হল। বিবাহ শেষে রাধা গোপরাজকে প্রণাম করলেন। শ্বশুরগৃহে গমনের পূর্বে পিতা বৃষভানু রাধাকে উপদেশ দিলেন, যেন রাধা শ্বশুরবাড়ির সমূহ রীতিনীতি মেনে চলেন। অবশেষে শ্রীরাধা বহুকাঙ্ক্ষিত গোপরাজের গৃহে নববধূবেশে উপস্থিত হলেন, যশোদা রাধিকাকে বধূরূপে গ্রহণ করলেন। বৃন্দাবনের ষড় গোস্বামীবৃন্দের মধ্যে একমাত্র শ্রীজীব গোস্বামীই রাধিকাকে স্বকীয়া নায়িকারূপে অঙ্কন করে চূড়ান্ত কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

পরবর্তী ষড়ত্রিংশ পূরণে দেখা যায়, কৃষ্ণ রাধার অনুরোধে রাধারবেশ ধারণ করে অন্যান্য গোপাঙ্গনাগণের সঙ্গে মিলিত হবার উদ্দেশ্যে গমন করলেন। এখানে রাধার মধ্যে নারীসুলভ স্বভাবজনিত ঈর্ষা তো নেই-ই উপরন্তু রাধা এক মহত্ত্বর মহিমায় মহিমান্বিতা হয়ে আছেন। অর্থাৎ বৃন্দাবনেশ্বরী রূপে শ্রীরাধা চরিত্রের উৎকর্ষ প্রকাশিত।

সমগ্র 'গোপালচম্পূ' গ্রন্থের পূর্বচম্পূ ও উত্তরচম্পূ অংশের অন্তর্গত প্রতিটি পূরণ অবলম্বনে বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে শ্রীরাধা কৃষ্ণপ্রেমের অনুভূতিতে স্বকীয়া নায়িকারূপে অঙ্কিতা হয়েছেন যা সমগ্র বৈষ্ণব সাহিত্য ধারায় নিঃসন্দেহে অভিনব সংযোজন। এখানেই শ্রীজীব গোস্বামী একক স্বাতন্ত্র্য মহিমায় মহিমান্বিত। সর্বোপরি শ্রীজীব অঙ্কিত শ্রীরাধার সামাজিক অবস্থান বৃন্দাবনে ধনী ও লব্ধ প্রতিষ্ঠ বৃষভানুর কন্যারূপে মর্ত্যে জন্মগ্রহণ, রাধা-চরিত্রের এই সামাজিক অবস্থানের সূত্রটি চৈতন্য পরবর্তী ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্যেও গৃহীত হয়েছে। যেমন জ্ঞানদাসের রাধা গর্বিতা ভঙ্গিতে বলেছেন —

"আমি রাজনন্দিনী ভাল মন্দ নাহি জানি
নেয়ে কেনে মোরে পরশিল।"[১৩]

কিংবা গোবিন্দ দাসের রাধা বলেছেন —

"এই মনে বনে দানী হইয়াছ
ছুঁইতে রাধার অঙ্গ।
রাখাল হইয়া রাজবালা সনে
কিসের রভস রঙ্গ।"[১৪]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 09
Website: https://tirj.org.in, Page No. 73 - 80
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সপ্তদশ শতাব্দী, অষ্টাদশ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্যে অঙ্কিত শ্রীরাধা চরিত্র অনুরূপভাবে অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রতিভূ চরিত্র হয়ে উঠেছে। যেমন — দীনবন্ধু দাস, নিমানন্দ দাস, উদ্ধব দাস, শশিশেখর - এঁরা সকলেই শ্রীরাধাকে অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রতিভূ চরিত্ররূপে অঙ্কন করেছেন। দীনবন্ধু দাসের রাধা বলেছেন —

"রাজকন্যা আমি কংসের যোগানি
মথুরা নগর কাছে।"[১৫]

আবার, দীনবন্ধু দাস রাধার জন্মকথা 'গোপালচম্পূ' অনুসরণে বিবৃত করেছেন —

"আশ্বিনের শুক্লাষ্টমী দিনার্ধের কালে।
অনুরাধা নক্ষত্র হইল সেই বেলে।।
শুভদিন দশ দিশ ভেল সুপ্রকাশ।
সভাকার অন্তরে আনন্দ অভিলাষ।।
হেন কালে কীর্তিদা পরম কুতূহলী।
প্রসবিল কন্যা নাম রাধিকা সুন্দরী।।"[১৬]

এখানেই শেষ নয়, দীনবন্ধু দাসের রাধা স্বকীয়া নায়িকা রূপে ভূমিকা পালন করেছেন 'গোপালচম্পূ' গ্রন্থ অনুসরণে। অর্থাৎ তাঁর রাধা কৃষ্ণের গৃহে গমন করে রন্ধন করেছেন, কৃষ্ণকে ভোজন করিয়েছেন। এছাড়া চৈতন্য পরবর্তী যুগে বাংলা বৈষ্ণব পদকর্তারা শ্রীরাধার শিশু অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে বয়ঃবৃদ্ধির স্তরগুলি সুনিপুণরূপে অঙ্কন করেছেন। এই বিষয়টি 'গোপালচম্পূ' গ্রন্থেও বিদ্যমান। সর্বোপরি বৃন্দাবনেশ্বরী রূপে শ্রীরাধার রাজ্যাভিষেক বর্ণনা চৈতন্যউত্তর যুগের বিভিন্ন বৈষ্ণব পদকর্তারা অত্যন্ত কৃতিত্বের সহকারে সম্পন্ন করেছেন। যেমন - পদকর্তা চন্দ্রশেখর এইরূপই চিত্র অঙ্কন করেছেন —

"রাইক নরপতি বেশ বনায়ত
কুসুম-বিপিনে হরি-রায়।
কাঞ্চন ছত্র দণ্ড তারে দেওল
নিজ করে চামর ঢুলায়।।
সখি হে দেখ দেখ রাইক ভাগি।
কার অভিষেক যমুনা জল সুশীতল
চলিতহি অনুমতি মাগি।।"[১৭]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, শ্রীজীব গোস্বামী তাঁর 'গোপালচম্পূ' গ্রন্থে শ্রীরাধা চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে যে অভিনব বিষয়গুলি সন্নিবেশিত করেছেন, সেগুলি হল- রাধার সামাজিক অবস্থান সূচিতকরণ, স্বকীয়া নায়িকা রূপে প্রতিস্থাপন, বৃন্দাবনেশ্বরী রূপে শ্রীরাধার অভিষেক সম্পাদন ও কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার উৎকর্ষতা নিরূপণ। এই বিষয়গুলি-ই পরবর্তী বাংলা বৈষ্ণব পদাবলীতে শ্রীরাধা চরিত্রের ভূমিকায় অনুসৃতি সুপষ্টরূপে পরিস্ফুট।

পরিশেষে বলা যায়, বৃন্দাবনের ষড় গোস্বামীবৃন্দের মধ্যে একমাত্র শ্রীজীব গোস্বামী-ই শ্রীরাধা চরিত্র সৃজনের ক্ষেত্রে মৌলিক কল্পনার পরিচয় দিয়েছেন, এর-ই প্রকৃষ্ট উদাহরণ বৃহৎ গ্রন্থ 'গোপালচম্পূ' - এর শ্রীরাধা চরিত্র। তবে একই সঙ্গে শ্রীরাধা চরিত্র গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন অনুসারী তত্ত্বমুখী ও কৃষ্ণের সমগ্র জীবনবৃত্তান্ত বর্ণিত হলেও শ্রীরাধা কিন্তু কখনোই সজ্ঞানে কৃষ্ণকে অতিক্রম করেননি। এইখানেই রাধা চরিত্র তত্ত্বকেন্দ্রিক হলেও এক মানবিক মহত্ত্বর মহিমায় মহিমান্বিত হয়েছে। সর্বোপরি কৃষ্ণের বিবাহিতা পত্নীরূপে শ্রীরাধার দাম্পত্য জীবন নির্বাহ রাধা চরিত্রকে মৌলিকতা গুণে মণ্ডিত করেছে। তাই বলা যায় 'গোপালচম্পূ' গ্রন্থের নায়িকা শ্রীরাধা কৃষ্ণপ্রেমের অনুভূতিতে স্বকীয়া নায়িকারূপে উদ্ভাসিতা এবং এই উদ্ভাসনে উজ্জ্বল পরবর্তী পদাবলীর শ্রীরাধা-চরিত্র। একইসঙ্গে নারীমনস্তত্ত্ব, প্রেমমনস্তত্ত্ব উপাদানের সমন্বয়ে শ্রীরাধা তত্ত্ব ও মানবীয় রসের মিশ্রিত জীবন্ত প্রতিমূর্তি হয়ে উঠেছে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 09
Website: https://tirj.org.in, Page No. 73 - 80
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Reference:

১. গোস্বামী, শ্রীজীব, *গোপালচম্পূ,* (সম্পাদনা- শ্রীরাসবিহারী সাঙ্খ্যতীর্থ), প্রথম সংস্করণ, মহেশ, কলকাতা, জ্যৈষ্ঠ-১৪০৩, পূর্বচম্পূ, পৃ. ৫৮৫
২. তদেব, পৃ. ৬২৭
৩. তদেব, পৃ. ৬২১
৪. তদেব, পৃ. ১০৫০
৫. তদেব, পৃ. ১৩৩৫
৬. তদেব, পৃ. ১৫২২
৭. তদেব, উত্তরচম্পূ, পৃ. ১০৫
৮. তদেব, উত্তরচম্পূ, পৃ. ৩৬৮
৯. তদেব, উত্তরচম্পূ, পৃ. ৪৫১
১০. তদেব, উত্তরচম্পূ, পৃ. ৪৫৫
১১. তদেব, উত্তরচম্পূ, পৃ. ৭২৫
১২. তদেব, উত্তরচম্পূ, পৃ. ১২১৪
১৩. মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ (সম্পাদিত), *বৈষ্ণব পদাবলী,* প্রথম প্রকাশ, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, এপ্রিল, ১৯৬১, পদসংখ্যা ১৫৩, পৃ. ৪২৪
১৪. তদেব, পদসংখ্যা ২২১, পৃ. ৬৫১
১৫. তদেব, পদসংখ্যা ৯৫, পৃ. ৯৯৯
১৬. তদেব, পদসংখ্যা ১৩, পৃ. ৯৭৮
১৭. তদেব, পদসংখ্যা ৫১, পৃ. ১০৪৪

Bibliography:

আকর গ্রন্থ :

গোস্বামী, শ্রীজীব, *গোপালচম্পূ,* (সম্পাদনা- শ্রীরাসবিহারী সাঙ্খ্যতীর্থ), প্রথম সংস্করণ, মহেশ, কলকাতা, জ্যৈষ্ঠ-১৪০৩
মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ (সম্পাদিত), *বৈষ্ণব পদাবলী,* প্রথম প্রকাশ, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৯৬১

সহায়ক গ্রন্থ :

খান, লায়েক আলি, *প্রসঙ্গ- বৈষ্ণব সাহিত্য,* প্রথম প্রকাশ, প্রতিভা পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৪০২
গিরি, সত্য, *বৈষ্ণব পদাবলী,* প্রথম সংস্করণ, রত্নাবলী, কলকাতা, ১৪০১
গিরি, সত্যবতী, *বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণকথার ক্রমবিকাশ,* প্রথম সংস্করণ, রত্নাবলী, কলকাতা, ১৯৮৮
দাশগুপ্ত, শশিভূষণ, *শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ-দর্শন ও সাহিত্য,* চতুর্থ সংস্করণ, এ মুখার্জী এ্যান্ড কোং, কলকাতা, ১৩৮০
মজুমদার, বিমানবিহারী, *পাঁচশত বৎসরের পদাবলী,* প্রথম প্রকাশ, জিজ্ঞাসা, কলকাতা, ১৩৬৮